প্রথম আলো

14 MAR 2017

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকনেতাদের 'সন্ত্রাসী ও চোর' বলায় চটেছে শিক্ষক সমিতি। উপাচার্য মো. আলী আশরাফের দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়ে গতকাল সোমবার মানববন্ধন করেছে তারা। বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এই মানববন্ধন হয়। এতে বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকেরা সংহতি জানান।

এদিকে গতকালও সকাল থেকে উপাচার্যের দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষক সমিতির নেতারা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপাচার্য তাঁর দপ্তরে যাননি। গত বুধবার থেকে উপাচার্য তাঁর দপ্তরে বসে অফিস করতে পারছেন না।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের, সহসভাপতি মো. শামীমুল ইসলাম, রবিউল আউয়াল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, যুগ্ম সম্পাদক কাজী ওমর সিদ্দিকী, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়া উদ্দিন প্রমুখ।

জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আইনুল হক বলেন, 'গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাংলোতে উপাচার্য মো. আলী আশরাফকে অবরুদ্ধ করে রাখে শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতির ওই কর্মসূচি চলার একপর্যায়ে রাত সাড়ে ১১টায় কুমিল্লা জেলা প্রশাসন, সদর দক্ষিণ উপজেলা প্রশাসন ও সদর দক্ষিণ মডেল থানা-পুলিশের উপস্থিতিতে উপাচার্য আন্দোলনরত শিক্ষকদের "সন্ত্রাসী ও চোর" বলে আখ্যায়িত করেন। একজন উপাচার্য শিক্ষক হয়ে এমন বক্তব্য কোনোভাবেই দিতে পারেন না। তাঁর ওই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানায় শিক্ষক সমিতি। ওই কারণে আমরা তাঁর অপসারণ চাই।'

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান বলেন, 'একজন অবাঞ্ছিত উপাচার্যের সঙ্গে আমাদের কোনো বৈঠক হতে পারে না। আমরা তাঁর অপসারণ চাই। উপাচার্য হিসেবে তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা শিক্ষকসুলভ নয়। তিনি নির্বাচিত শিক্ষক সমিতিকে অবজ্ঞা করে একনায়কতন্ত্র চালু করেন। একই সঙ্গে গুটি কয়েক ব্যক্তিকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করছেন।'

অভিযোগ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, 'গত শুক্রবার রাতে শিক্ষক সমিতির সদস্যরা আমার বাংলোর সামনে অবস্থান করেন। এরপর আমার বাংলোর দ্বিতীয় তলায় ওঠার চেষ্টা করেন। রাতের বেলায় আন্দোলনের নামে আমার বাংলোতে অবস্থান করা সন্ত্রাসী ও চোরের কাজ। এরা সন্ত্রাসী না হলে আমার বাংলোতে আন্দোলন করবে কেন? এরপরও আমি শিক্ষক সমিতির সঙ্গে কথা বলার জন্য জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের দায়িত্ব দিয়েছি। পরিস্থিতি সুরাহা না হওয়ার আগে দপ্তরে যাব না।'